POLITICAL SCIENCE (2ND SEMESTER, CBCS)

DSC-1B (CC-2): - INDIAN GOVERNMENT AND POLITICS

TOPIC NO 6- PARTIES AND PARTY SYSTEMS IN INDIA

রাজনৈতিক দল-অর্থ ও প্রকারভেদ

রাজনৈতিক দলগুলি স্বেচ্ছাসেবী সমিতি বা ব্যক্তিদের সংগঠিত গোষ্ঠী যারা একই রাজনৈতিক মতামত পোষণ করে এবং যারা সাংবিধানিক উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে এবং যারা জাতীয় স্বার্থ প্রচারে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে। থেমোডার্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে চার ধরণের রাজনৈতিক দল রয়েছে, যেমন, (i) প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি যা পুরাতন সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে আঁকড়ে থাকে; (ii) রক্ষণশীল দলগুলি যা স্থিতাবস্থাতে বিশ্বাস করে; (iii) বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের লক্ষ্যে উদারপন্থী দলগুলি; এবং (iv) কট্টরপন্থী দলগুলি যা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে উত্সাহিত করে একটি নতুন আদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। মতাদর্শের ভিত্তিতে তাদের রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণিবদ্ধকরণে, রাজনৈতিক বিজ্ঞানীরা বামদিকে এবং উদারপন্থী দলগুলিকে কেন্দ্রে এবং প্রতিক্রিয়াশীল এবং রক্ষণশীল দলগুলিকে ডানদিকে রেখেছেন মূলবাদী দলগুলিকে। অন্য কথায়, এগুলিকে বামপন্থী দল, কেন্দ্রবাদী দল এবং দক্ষিণপন্থী দল হিসাবে বর্ণনা করা হয়। ভারতে সিপিআই এবং সিপিএম বামপন্থী দলগুলির উদাহরণ, কেন্দ্রবাদী দলগুলির কংগ্রেস এবং বিজেপি দক্ষিণপন্থী দলগুলির উদাহরণ is

বিশ্বে তিন ধরণের দলীয় ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন,

(i) একটি দলীয় ব্যবস্থা যেখানে কেবলমাত্র একটি শাসক দলের উপস্থিতি রয়েছে এবং বিরোধীদের অনুমতি নেই,

উদাহরণস্বরূপ, ইউএসএসআর এবংমতো পূর্ববর্তী কমিউনিস্ট

পূর্ব পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিরদেশে ;

(ii) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা যেখানে দুটি প্রধান দল বিদ্যমান, উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে; এবং

(iii) বহুদলীয় ব্যবস্থা যার মধ্যে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল রয়েছে যাগঠনের দিকে পরিচালিত করে

জোট সরকার, উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড এবং ইতালিতে।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থা ভারতের

দ্য ইন্ডিয়ান পার্টি সিস্টেম নিম্নলিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে:

বহুদলীয় সিস্টেম

দেশের মহাদেশীয় আকার, ভারতীয় সমাজের বিচিত্র চরিত্র, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের গ্রহণ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অদ্ভুত ধরন, এবং অন্যান্য বিষয় আছে বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক দলকে উত্থিত করেছে। আসলে, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক দল ভারতের রয়েছে has ষোড়শ লোকসভা সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে (২০১৪) দেশে 6 টি জাতীয় দল, 47 টি রাজ্য দল এবং ১৫৯৩ টি নিবন্ধিত - স্বীকৃত দল ছিল। তদুপরি, ভারতে সমস্ত বিভাগ রয়েছে - বাম দল, কেন্দ্রবাদী দল, ডান দল, সাম্প্রদায়িক দল, অসাম্প্রদায়িক দল ইত্যাদি। ফলস্বরূপ, ঝুলন্ত সংসদ, হ্যাং সমাবেশ এবং জোট সরকারগুলি একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে

ওয়ান-ডমিন্যান্ট পার্টি সিস্টেম

মাল্টিপার্টি সিস্টেম সত্ত্বেও, কংগ্রেসের মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যের আধিপত্য ছিল। তাই, বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক রজনী কোঠারি ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থাটিকে 'একদলীয় আধিপত্য ব্যবস্থা' বা 'কংগ্রেস ব্যবস্থা' বলা পছন্দ করেছিলেন। কংগ্রেসের উপভোগযোগ্য প্রভাবশালী অবস্থানটি ১৯67 since সাল থেকে আঞ্চলিক দল এবং অন্যান্য জাতীয় দলের মতো জনতা (1977), জনতা দল (১৯৮৯) এবং বিজেপি (১৯৯১) এর উত্থানের সাথে সাথে প্রতিযোগিতামূলক বহু-দলীয় ব্যবস্থার বিকাশের দিকে পরিচালিত হচ্ছে। ।

সুস্পষ্ট মতাদর্শের অভাব

বিজেপি এবং দুটি কমিউনিস্ট দল (সিপিআই এবং সিপিএম) বাদে, অন্য সব দলেরই সুস্পষ্ট আদর্শ নেই। তারা (অর্থাত্, অন্যান্য সমস্ত দল) একত্রিত্বিকভাবে একে অপরের কাছাকাছি। তাদের নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে একটি নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে। প্রায় প্রতিটি দলই গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং গান্ধিজমের পক্ষে। এর চেয়েও বেশি, তথাকথিত আদর্শিক দলগুলি সহ প্রতিটি দলই কেবল একটি বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত is ক্ষমতা দখল। সুতরাং, রাজনীতি আদর্শের পরিবর্তে ইস্যু ভিত্তিক হয়ে উঠেছে এবং বাস্তববাদ নীতিগুলির প্রতিশ্রুতি প্রতিস্থাপন করেছে।

পার্সোনালিটি কাল্ট

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দলগুলি একটি বিশিষ্ট নেতার চারপাশে সংগঠিত হয় যারা দল এবং এর আদর্শের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দলগুলি তাদের ইশতেহারের পরিবর্তে নেতাদের দ্বারা পরিচিত। এটা সত্য যে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা মূলত নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে ছিল। একইভাবে, তামিলনাড়ুর এআইএডিএমকে এবং অন্ধ্র প্রদেশগোটের টিডিপি যথাক্রমে এমজি রামচন্দ্রন এবং এনটি রামা রাওকে সনাক্ত করেছে। মজার বিষয় হল, বেশ কয়েকটি দল তাদের নেতা যেমন বিজু জনতা দল, লোকদল (এ), কংগ্রেস (আই) ইত্যাদি ধারণ করে। সুতরাং, বলা হয় যে "ভারতে রাজনৈতিক দলগুলির চেয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছে"।

Traditional -তিহ্যবাহী বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে

পশ্চিমা দেশগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলি আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে গঠিত হয়। অন্যদিকে, ভারতে বিপুল সংখ্যক দল গঠিত হয় ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জাতি ইত্যাদির ভিত্তিতে। উদাহরণস্বরূপ, শিবসেনা, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, আকালী দল, মুসলিম মজলিস, বহুজন সমাজ পার্টি, ভারতের রিপাবলিকান পার্টি, গোর্খা লীগ এবং অন্যান্য। এই দলগুলি সাম্প্রদায়িক এবং বিভাগীয় স্বার্থ প্রচারের জন্য কাজ করে এবং এর ফলে সাধারণ জনস্বার্থকে ক্ষুন্ন করে।

আঞ্চলিক দলগুলির

উত্থান ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল বিপুল সংখ্যক আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান এবং তাদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা। তারা ওড়িশার বিজেডি, তামিলনাড়ুর ডিএমকে বা এআইএডিএমকে, পাঞ্জাবের আকালী দল, আসামের এজিপি, জে এবং কেতে জাতীয় সম্মেলন, বিহারের জেডি (ইউ) ইত্যাদি বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাসীন দল হয়ে উঠেছে। প্রথমদিকে, তারা কেবলমাত্র আঞ্চলিক রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে, শেষ পর্যন্ত, তারা কেন্দ্রে জোট সরকারের কারণে জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে এসেছেন। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে টিডিপি লোকসভায় বৃহত্তম বিরোধী দল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল।

দল এবং বিরোধসমূহ

দলাদলিবাদ, বিচ্যুতি, বিভাজন, সংহতকরণ, বিভাজন, মেরুকরণ এবং এই জাতীয়ভাবে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকারিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। ক্ষমতা এবং বৈষয়িক বিবেচনার লালসা রাজনীতিবিদদের তাদের দল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দিতে বা একটি নতুন পার্টি শুরু করতে বাধ্য করেছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের (1967) পরে অপূর্ণতার অনুশীলন আরও বেশি মুদ্রা অর্জন করে। এই ঘটনাটি কেন্দ্র এবং স্টেস্টে উভয় ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং, এখানে দুটি জনতা দল, দুটি টিডিপি, দুটি ডিএমকে, দুটি কমিউনিস্ট পার্টি, দুটি কংগ্রেস, তিনটি আকালি দল, তিনটি মুসলিম লিগ এবং রয়েছে।

কার্যকর বিরোধীতার অভাব

ভারতে প্রচলিত সংসদীয় গণতন্ত্রের সফল পরিচালনার জন্য কার্যকর বিরোধীদল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি ক্ষমতাসীন দলের স্বৈরাচারী প্রবণতাগুলি পরীক্ষা করে এবং একটি বিকল্প সরকার সরবরাহ করে। তবে, গত ৫০ বছরে কার্যকর, শক্তিশালী, সুসংহত ও কার্যকর জাতীয় বিরোধী ঝলক ছাড়া আর কখনও উত্থিত হতে পারেনি। বিরোধী দলগুলির কোনও unity নেই এবং তারা প্রায়শই ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সম্মানজনকভাবে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে। তারা রাজনৈতিকভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে এবং দেশ গঠনের ক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় দলের চুক্তি নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলিকে নিবন্ধভুক্ত করে এবং তাদের নির্বাচনের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দল হিসাবে তাদের স্বীকৃতি দেয়। অন্যান্য দলগুলিকে কেবল নিবন্ধিত-অ-স্বীকৃত দল হিসাবে ঘোষণা করা হয়। দলগুলির পক্ষে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকৃতি দলীয় প্রতীক বরাদ্দ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিভিশন এবং রেডিও স্টেশনগুলিতে রাজনৈতিক সম্প্রচারের জন্য সময় বিধানের মতো কিছু অধিকারের তাদের অধিকার নির্ধারণ করে এবং ভোটার তালিকাতে অ্যাক্সেস।

অধিকন্তু, স্বীকৃত দলগুলির মনোনয়ন দাখিলের জন্য কেবলমাত্র একজন প্রস্তাবক প্রয়োজন। এছাড়াও, নির্বাচনের সময় এই দলগুলিকে চল্লিশটি "তারকা প্রচারক" রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং নিবন্ধিত অবিজ্ঞাত

দলগুলিতে বিশটি "তারকা প্রচারক" থাকার অনুমতি রয়েছে। এই তারকা প্রচারকদের ভ্রমণ ব্যয় তাদের দলের প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়

প্রতিটি জাতীয় দলকে সারা দেশে তার ব্যবহারের জন্য এককভাবে সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। একইভাবে, প্রতিটি রাজ্য দলকে রাজ্য বা রাজ্যগুলিতে এটির স্বীকৃতি হিসাবে ব্যবহারের জন্য একচেটিয়াভাবে সংরক্ষিত একটি প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। অন্যদিকে, একটি নিবন্ধিত-অ-স্বীকৃত পার্টি বিনামূল্যে প্রতীকগুলির তালিকা থেকে একটি প্রতীক নির্বাচন করতে পারে। অন্য কথায়, কমিশন নির্দিষ্ট প্রতীকগুলিকে 'সংরক্ষিত প্রতীক' হিসাবে নির্দিষ্ট করে যা স্বীকৃত দলগুলি এবং অন্যদের দ্বারা নির্ধারিত প্রার্থীদের জন্য 'মুক্ত প্রতীক' হিসাবে চিহ্নিত করা হয় যা অন্যান্য প্রার্থীদের জন্য বোঝানো হয়।

জাতীয় পার্টি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার শর্তাবলী

বর্তমানে (২০১)),হলে একটি দল জাতীয় দল হিসাবে স্বীকৃত

নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ:

১. যদি লোকসভা বা আইনসভায় সাধারণ নির্বাচনে কোন চার বা ততোধিক রাজ্যে ভোটগ্রহণযোগ্য বৈধ ভোটের ছয় শতাংশ তা অর্জন করে; এবং, এছাড়াও, এটি কোনও রাজ্য বা রাজ্য থেকে লোকসভায় চারটি আসন জিতেছে; বা

২. যদি এটি একটি সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় দুই শতাংশ আসন জিতে; এবং এই প্রার্থীরা তিনটি রাজ্য থেকে নির্বাচিত; বা

৩. যদি এটি চারটি রাজ্যে একটি রাজ্য দল হিসাবে স্বীকৃত হয় State একটি রাজ্য দল হিসাবে স্বীকৃতির জন্য শর্তাদি২০১পক্ষই একটি রাজ্যে একটি রাজ্য দল

বর্তমানে ( )), নিম্নলিখিত অবস্থার যে কোনও একটি শর্ত পূরণ হলে কোনওহিসাবে স্বীকৃত:

১. যদি এটি সম্পর্কিত রাজ্যের আইনসভায় সাধারণ নির্বাচনের সময়ে রাজ্যে প্রাপ্ত বৈধ ভোটের ছয় শতাংশ সুরক্ষা পায়; এবং, এছাড়াও, এটি সম্পর্কিত রাজ্য বিধানসভা 2 আসন জিতে; বা

২. যদি এটি সম্পর্কিত রাজ্য থেকে লোকসভায় একটি সাধারণ নির্বাচনে রাজ্যে পোল করা বৈধ ভোটের ছয় শতাংশ লাভ করে; এবং, এছাড়াও, এটি সম্পর্কিত রাজ্য থেকে লোকসভায় 1 টি আসন জিতেছে; বাবা

৩. যদি এটি সম্পর্কিত রাজ্যের বিধানসভায় সাধারণ নির্বাচনে বিধানসভায় তিন শতাংশ আসন জেতেবিধানসভায় ৩ টি আসন, যাহা বেশি হয়; বা

৪. যদি প্রতি ২৫ টি আসনের জন্য লোকসভায় ১ টি আসন জেতে বা এর কোনও অংশের জন্য রাজ্যকে বরাদ্দ করা কোনও সাধারণ নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট রাজ্য থেকে লোকসভায়; বা

৫. যদি এটি একটি সাধারণ নির্বাচনে রাজ্য থেকে প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোটের আট শতাংশকে রাজ্য থেকে লোকসভায় বা রাজ্যের আইনসভায় ভোট দেয়। এই শর্তটি ২০১১ সালে যুক্ত করা হয়েছিল।

সাধারণ নির্বাচনে তাদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে স্বীকৃত দলের সংখ্যা পরিবর্তিত হতে থাকে। ষোড়শ লোকসভা সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে (২০১৪) দেশে national টি জাতীয় দল, ৪ state টি রাজ্য দল এবং ১৫৯৩ নিবন্ধিত-স্বীকৃত দল ছিল। জাতীয় দলগুলি এবং রাজ্য দলগুলি যথাক্রমে সর্বভারতীয় দল এবং আঞ্চলিক দল হিসাবেও পরিচিত।

ভারতীয় নির্বাচনী ইতিহাস - ১৯৪২ সালের ১ind তম লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত উদ্বোধনী উত্তর-পূর্ব নির্ভর সাধারণ নির্বাচনকে মোটামুটি তিনটি নির্বাচনী আদেশে বিভক্ত করা যেতে পারে বলে একটি বিস্তৃত রয়েছে।

1) 1952 - 1967: কংগ্রেসের আধিপত্যআধিপত্য বিস্তার করেছিল: 1952 এবং 1967 এর মধ্যে, কংগ্রেস পার্টি কেন্দ্রস্থলে এবং তার রাজ্যগুলি জুড়ে ভারতীয় রাজনীতিতে। দলটি ভারতকে তার স্বাধীনতা এবং অনেক সম্মানিত জাতীয়তাবাদী নেতার বাসস্থান হিসাবে বিজয়ী করার জন্য প্রধানত দায়ী হিসাবে, কংগ্রেস ছাতা সংগঠন যার অধীনে ভারত তার স্বাধীনতা পরবর্তী পরিচয় প্রতিষ্ঠা করবে বলে ব্যাপক জনপ্রিয় আবেদন থেকে উপকৃত হয়েছিল। সমস্ত বিচ্ছিন্ন দল হিসাবে যে তত্ত্বটি সর্বদা অনুশীলনে না থাকলে - ভারতের বিভিন্ন বর্ণ, ভাষাতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির জন্য প্যান-ইন্ডিয়ান প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার জন্য, কংগ্রেস পার্টির ভারতীয় সমাজে অনুপ্রবেশ অতুলনীয় ছিল। রাজনৈতিক দৃশ্যে অন্যান্য খেলোয়াড়দের অপ্রত্যাশিত ঘটনা সেই আধিপত্যকে বাড়িয়ে তোলে। বিরোধী দলগুলির একটি দল যখন নিবিড়ভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, তখন বিরোধী শক্তিগুলি খুব খারাপভাবে খণ্ডিত হয়েছিল, যা কংগ্রেসকে ছাড়ানোর জন্য গুরুতর প্রচার চালানোর ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করেছিল। পরিবর্তে, কংগ্রেস পার্টির মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনকারী দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা প্রায়শই ঘটেছিল। একটি বড় তাঁবু দল হিসেবে দলের খ্যাতি সত্ত্বেও কংগ্রেস উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চবর্ণের, যিনি রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় মাত্রা এবং এর সবচেয়ে প্রভাবশালী দৃশ্যমান জাতীয় নেতার তার নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রধান ভাগ জন্য দায়ী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২) ১৯67 থেকে ১৯৮৯: রাজ্য স্তরে বিরোধী দলসমূহের বর্ধনশীল: ১৯ 67 সালটি ভারতের দ্বিতীয় দলীয় ব্যবস্থার সূচনালগ্নে একটি সমালোচনামূলক পয়েন্ট হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। যদিও নয়াদিল্লিতে ক্ষমতায় কংগ্রেসের দৃ gতা দৃ remained থাকলেও ভারতের রাজ্য রাজধানীগুলিতে এর দখল ম্লান হতে শুরু করে। ১৯ 1977 সালের নির্বাচন ব্যতীত Emergency ১৯5৫ থেকে ১৯ 197 Emergency সালের মধ্যে জরুরি শাসনের সময় তত্কালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী বাড়াবাড়ির জন্য কংগ্রেসকে খারাপভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল — দলটি কেন্দ্রে শাসনের জন্য পূর্বনির্ধারিত পছন্দ হিসাবে থেকে যায়। কিন্তু বর্ণ ও আঞ্চলিক পরিচয়ের নতুন অভিব্যক্তি দলটির আঞ্চলিক রাজনীতির একচেটিয়াবাদ থেকে দূরে সরে গেছে। ১৯60০ এর দশকে ভারতের "প্রথম গণতান্ত্রিক উত্থান" - যাদবের মেয়াদ ধার নেওয়ার জন্য - যখন জনবহুল ওবিসি গোষ্ঠীগুলি সর্বদা জনগণের ওজন এবং তাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক খাপের সাথে তাদের রাজনৈতিক শক্তি বৃহত্তর সারিবদ্ধ হয়ে ছিল তা নিশ্চিত করার জন্য সচল হয়েছিল।

3***) 1989 থেকে 2014: জোট রাজনীতির সূচনা***: ১৯67 সালের পরে কংগ্রেসের আধিপত্যের যেই লক্ষণ রয়ে গিয়েছিল তা ১৯৮৯ সালে শেষ হয়ে যাবে, যা নয়াদিল্লি ও তৃতীয়-পক্ষের ব্যবস্থার জোট পরিচালনার সূচনা করে। যদিও 1970 এর দশকে কংগ্রেসের জাতীয় ক্ষমতার আস্তে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, পরবর্তী দশকের শেষের দিকে এটি পুরোপুরি একাধিক বাহিনীর একত্রিত হওয়ার পথ তৈরি করেছিল, যেখানে কংগ্রেস আর একক মেরু ছিল না যার আশেপাশে রাজনীতি বিবর্তিত হয়েছিল। তিনটি শক্তিশালী শক্তি - যাকে প্রায়শই "মণ্ডল, মসজিদ এবং বাজার" নামে অভিহিত করা হয় - ভারতীয় রাজনীতিতে বিঘ্ন ঘটায়, রাজনীতিতে পুনরায় সজ্জা প্রেরণা দেয়। এই বাহিনীর মধ্যে প্রথমটি ছিল মন্ডল কমিশন, একটি সরকারী টাস্কফোর্স, যা ওবিসিকে উচ্চ শিক্ষার আসন এবং সিভিল সার্ভিস পোস্টগুলিতে পরিচালিত কোটাতে প্রবেশের পরামর্শ দিয়েছিল। এই বিন্দু পর্যন্ত, কোটা-বা "রিজার্ভেশন," হিসাবে তারা ভারত পরিচিত বাচনে-সেটা তফশিলি জাতি

/ দলিত এবং তফসিলি উপজাতি অবধি সীমিত। মণ্ডলকে ঘিরে যে আন্দোলন হয়েছিল তার ভারতবর্ষই প্রত্যক্ষ করেছিল যে যাদব যাকে "দ্বিতীয় গণতান্ত্রিক উত্থান" বলে অভিহিত করেছিলেন বা traditionতিহ্যগতভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলিকে রাজনৈতিক শক্তির করিডোরে বিভক্ত করেছিলেন। এই সময়কালে, দলিত ও ওবিসি স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী বহু বর্ণভিত্তিক দলগুলি দৃ positionভাবে তাদের প্রতিনিধি শ্রেণির মধ্যে অবস্থান স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় শক্তি হ'ল বিজেপির সাথে যুক্ত হিন্দুপন্থী বাহিনী উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা। তারা হিন্দু দেবতা রামের জন্মস্থান চিহ্নিত করে মন্দির (মন্দির) দিয়ে মসজিদটি প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেছিল। এই জাতিসত্তাবাদী সংঘবদ্ধতা কংগ্রেসের একমাত্র জাতীয় বিকল্প হিসাবে ১৯৮৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মাত্র দুটি আসনে জয়ী একটি দল থেকে বিজেপির আকস্মিক উত্থানকে সহায়তা করেছিল। ভারতীয় জন সংঘের (বিজেএস) উত্তরসূরি এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিশ্বদর্শন দ্বারা পরিচালিত একটি দল হিসাবে, বিজেপি প্রথমে দেশের কেন্দ্রস্থলে সীমাবদ্ধ ছিল। এর প্রধান ভোটাররা ব্রাহ্মণ ও বানিয়াসের তুলনামূলকভাবে সুবিধাভোগী সম্প্রদায় থেকে আগত। নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিজেপিকে নিম্ন বর্ণের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে এবং চিরাচরিত মূল ভূগোলের বাইরেও তার আবেদন বাড়িয়ে দিয়েছে। তৃতীয় এবং চূড়ান্ত কারণটি ছিল বাজার, যার ফলে ১৯৯১ সালে ভারতের অর্থনীতিটি উদারকরণের, বিশ্বায়নের বাহিনীকে আলিঙ্গন করার এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংহতিকে স্বাগত জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। অতীতের এই ভাঙ্গন ভারতে মূলধারার অর্থনৈতিক আলোচনার সীমানাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছিল, উদ্বোধনের পক্ষে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি উভয়ই নতুন গতিপথ তৈরি করেছিল যারা ভারতের দরিদ্র এবং এর সীমিত শিল্প ভিত্তির জন্য বিরূপ পরিণতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।

২০১৪ – বর্তমান: একবিচ্ছিন্নতা থেকে বহুপদীতা পর্যন্ত: ১৯৫২ থেকে ১৯৮৯-এর মধ্যে কংগ্রেস পার্টি সর্বোচ্চ শক্তির ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৫২ থেকে ১৯ 1977 সাল পর্যন্ত, কংগ্রেস পার্টি কোনও বাধা ছাড়াই নয়াদিল্লিতে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। যদিও ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি বিধিমালার একুশ মাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে জনতা জোট কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল, তবে এর শাসনকাল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। ১৯৮০ সাল নাগাদ কংগ্রেস পার্টি নয়াদিল্লিতে আবারও ক্ষমতায় এসেছিল এবং ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে এটি আরও শক্তিশালী হয়েছিল। রাজ্য পর্যায়ে এই সময়কালে পরিবর্তন হয়েছিল, যেখানে 1967-এর পরে কংগ্রেস পার্টির অবস্থান তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছিল, তবে জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ কম-বেশি অক্ষত ছিল। তবে নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থানটি 1989 সালের নির্বাচনের পরে বাষ্পীভূত হয়েছিল। ১৯৯৯ সালে বিজেপির অংশীদারিত্ব শীর্ষে উঠেছিল এবং পরে ধর্মনিরপেক্ষ হ্রাস পেয়েছিল। ভারতের ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি ১১6 টি আসন জিতেছিল এবং কংগ্রেসের হাতে টানা দ্বিতীয় নির্বাচনে পরাজয়ের পথে।

ভারতের তৃতীয় পক্ষের সিস্টেমের বাইরে:

২০১৪ এবং 2019 সালে বিজেপির সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনের বিজয় নিয়ে ভারত রাজনীতির এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে Broad মূলত, তৃতীয় পক্ষের ব্যবস্থার ছয়টি নির্ধারিত গুণ রয়েছে। প্রথমত, 1989 এবং 2009 এর মধ্যে জাতীয় রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় মেরু অর্থাৎ কংগ্রেসের অনুপস্থিতি সম্ভবত তৃতীয় পক্ষের ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, বিজেপি শীঘ্রই একাধিক রাজ্য জুড়ে কংগ্রেসকে মারাত্মক লড়াইয়ের একমাত্র সত্যিকারের জাতীয় দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে যদিও এরও জনসংখ্যা, ভূগোল এবং আদর্শের সীমাবদ্ধতা ছিল। দ্বিতীয়ত, তৃতীয় পক্ষ ব্যবস্থাটি ছিল রাজনৈতিক খণ্ডনের যুগ era কংগ্রেসের আদেশ ভাল এবং সামগ্রিকভাবে জোট যুগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ১৯৮৯-এর পরে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সংখ্যা বেড়েছে। তৃতীয়ত, প্রায় প্রতিটি মাত্রায় নির্বাচনী প্রতিযোগিতা আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠে। বিজয়ী প্রান্তি হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের নির্বাচনকেন্দ্রে সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রার্থীদের ভাগ কমেছে। চতুর্থত, পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সংহত হয়েছিল। জাতীয় নির্বাচন প্রকৃত পক্ষে আর জাতীয় ছিল না; তারা রাজ্য-পর্যায়ের রায়গুলির সংগ্রহের তুলনায় আরও অনুরূপ ছিল। পঞ্চম, জাতীয় রাজনৈতিক জড়োকরণ

শীতল হওয়ার সময় রাজ্য পর্যায়ে ভোটাররা বেড়েছে। যেহেতু রাজ্যগুলি রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক স্থান হয়ে উঠেছে, ভোটারদের ভোটদানের ধরণগুলি এক প্রকারে স্থানান্তরিত হয়েছে। অবশেষে, প্রতিনিধি শ্রেণির সামাজিক রচনায় একটি স্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ: উত্তর হিন্দি বেল্ট রাজ্যগুলিতে, ওবিসি এবং এসসি বিধায়কদের সম্মিলিত অংশ প্রথমবারের মতো উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবর্তী বর্ণের লোকদের ছাড় দেয়। তৃতীয় পক্ষের ব্যবস্থার এই ছয়টি ছাপ জুড়ে বিচ্ছিন্নতাগুলি সর্বশেষ দুটি সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচনী ফলাফলগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছিল – ২০১৪ এবং 2019 - এই বিষয়টিকে আঞ্চলিক স্তরে স্থানান্তরিত গতিবিধি উল্লেখ না করা।